দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12/7/82 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

কুমিল্লা বোর্ডে সর্বাধিক পাসের হার শিল্পকলা বিভাগে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮২ সনের মার্চে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল রোববার প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৬৪ দশমিক ৪৬ ভাগ।

এসএসসি পরীক্ষায় এবার অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ৯শ ৯৩ জন। এর মধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ১শ ৬ জন। এতে পাস করেছে মোট ৪২ হাজার ৫শ ৪০ জন। প্রথম বিভাগে পাসের সংখ্যা ৩ হাজার ৯শ ১৩।

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ শিল্পকলা বিভাগে এই হার ৮৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৮২ দশমিক ৫৫ ভাগ।

বোর্ডের এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের শিল্পকলা বিভাগের ছাত্র সাইফুল হায়দার চৌধুরী। ৬টি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট নম্বর পেয়েছে ৮শ পাঁচ। তার রোল নম্বর ফৌজ-৬৩৭১৬। যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নাভিদ সাঈদ (রোল ফৌজ ৩২৯৭৮) এবং মোঃ আমিনুল হক (রোল ফৌজ ৩২৯৬৭)

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৫৫ দশমিক ২৫ শতাংশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার ৫৫ দশমিক ২৫ ভাগ। অংশগ্রহণকারী ৬২ হাজার ১৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৩৩ জন ছাত্রছাত্রী।

প্রথম বিভাগে পাস করেছে তিন হাজার ৯৯২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ হাজার ৮৬৬ জন এবং তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে ১২ হাজার ৪৭৫ জন। সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে দুজন। দুজনই রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। এরা হচ্ছে: এ কে এম আবদুল আজিজ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

তারা উভয়েই ৬টি লেটারসহ মোট ৮শ তিন নম্বর পেয়েছে। একই কলেজ থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ৬টি লেটারসহ ৭শ ৯৯ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মোঃ আলাউদ্দীন (রোল ফৌজ ৩২৯৮৯)।

মানবিক বিভাগে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৩ হাজার ৬শ ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ১২ হাজার ৮শ ১৬ জন। পাসের হার ৫৪ দশমিক ১ শতাংশ।

বিজ্ঞান বিভাগে অংশগ্রহণকারী ১৪ হাজার ৩০৪ জনের মধ্যে পাস করেছে ১১ হাজার ৮০৮ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৫৫ ভাগ।

এ বছরের পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৬২ দশমিক ২১ ভাগ। অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ২৩ হাজার ৭৯৬ জন। পাস করেছে ১৪ হাজার ৮০৪ জন।

মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় পুরুষ ও মহিলা একত্রে প্রথম হয়েছে ডাঃ খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মোসাম্মৎ উম্মে হাবিবা।

রাজশাহী বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

শিবলি ও আবু হান্নান দেলোয়ার হোসেন। দুজনেই ছয়টি লেটারসহ ৬৩৭ নম্বর পেয়েছে।

সম্মিলিত মেধা তালিকা নিম্নরূপ: ২য়—রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রণব কুমার দাস (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ৩য়—রংপুর জেলা স্কুলের মোহাম্মদ হাসনুজ্জামান (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার), ৪র্থ—রাজশাহী গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের মোহাম্মদ শাহ আলম (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ৫ম—পাবনা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ আজম খান (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার), ৬ষ্ঠ—রাজশাহী গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের মোহাম্মদ আখতার শরীফ (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ৭ম—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের আবদুল মোনায়েম (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার), ৮ম—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ সোহেল রানা (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার) ৯ম—গাইবান্ধা গবর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের মোসাম্মৎ তাহেরা নাজনীন (বিজ্ঞান; ছয়টি লেটার), ১০ম—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের এ কে এম মুসা (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), মোহাম্মদ মেসবাহুল ইসলাম (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ১১শ—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের খান মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ১২শ—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের নূর মোহাম্মদ মহব্বুল হক (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ১৩শ—রংপুর জেলা স্কুলের অরুণ কুমার সাহা (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মিয়া জাকিরুল ইসলাম বাবর (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার), ১৪শ—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলক শিক্ষায়তনের মোহাম্মদ মিজানুল হক (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ১৫শ—পাবনা জেলা স্কুলের আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার), ১৬শ—রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের এস এম আবদুর রাজ্জাক (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার), ১৭শ—বগুড়া জেলা স্কুলের দেবাশীষ চন্দ (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের খান মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), এ এস এম মেসবাহুল আলম (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), ১৮শ—শাহজাদপুর ইবরাহিম পাইলট হাইস্কুলের অরুণ্ণা ইসলাম (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার), পাবনা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ মাশফিকুল হাসান (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার), ১৯শ—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের এস এম মোস্তফা আল মামুন (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), রংপুর জেলা স্কুলের আশিক আহমেদ (শিল্পকলা, ছয়টি লেটার), ২০শ—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ মিসবাউল করিম (বিজ্ঞান, ছয়টি লেটার), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলক শিক্ষায়তনের আইরিন রানু নাহিদ (বিজ্ঞান, পাঁচটি লেটার)।

মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলক শিক্ষায়তনের এ এইচ এম রহমতুল্লাহ ইমন (চারটি লেটার); দ্বিতীয় হয়েছে রংপুর ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ শওকত আলী (দুটি লেটার)।

বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছে মোহনপুর পাইলট হাইস্কুলের শেখ মোহাম্মদ বাবুল ইয়ামিন নর্থবেঙ্গল (তিনটি লেটার), দ্বিতীয় হয়েছে বগুড়া জেলা স্কুলের শরীফ হাসান সাঈদ (দুটি লেটার)।

শিল্পকলা বিভাগে প্রথম হয়েছে রংপুর জেলা স্কুলের মোহাম্মদ হাসনুজ্জামান (ছয়টি লেটার) দ্বিতীয় হয়েছে পাবনা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ আজম খান (ছয়টি লেটার)।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে প্রথম হয়েছে রাজশাহী পি এন গার্লস হাইস্কুলের ইসরাত আরা।

কৃষি বিভাগে প্রথম হয়েছে সিরাজগঞ্জ মাল্টিলেটারেল হাইস্কুলের মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান (চারটি লেটার)।

ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে গাইবান্ধা গবর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের মোসাম্মৎ তাহেরা নাজনীন (ছয়টি লেটার), দ্বিতীয় হয়েছে শাহজাদপুর ইবরাহিম পাইলট হাইস্কুলের অরুণ্ণা ইসলাম (পাঁচটি লেটার)।

রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলে সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০টি প্লেসে যে ২৭ জন ছাত্র রয়েছে তার মধ্যে ১৩ জনই রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র।